লোক প্রশাসন সাময়িকী
৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, চৈত্র ১৪০৩

বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

গোলাম মোস্তাকীম *

১.০ ভূমিকা

যে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়নে সেই দেশের জনসাধারণ প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। নানা রকমের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে তার সফল ব্যবহারের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজন। একটা দেশ ও জাতির উন্নয়নের কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। এবং এই উন্নয়নের পথে যে সকল বাধা রয়েছে তা দূর করতে হবে।

১.১. মানব সম্পদ উন্নয়ন কি?

প্রায় সকল মানব শিশুই কিছু সহজাত ও সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানব শিশুর এই সহজাত ও সুপ্ত ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্যই তা করতে হবে। কেউ যেন এ সুযোগ থেকে অকারণে বঞ্চিত না হন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১.২ **ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ** মানব সন্তান সুনির্দিষ্ট কিছু সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সকলেই তাদের যোগ্যতার প্রসার ঘটাতে পারে এবং বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই যে জীবনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধায় জন্মগত অধিকার আছে তার সর্বজনীন স্বীকৃতিই হল মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি (UNDP Human Development Report 1994, P.13)

১.৩ এম, এম, ভের্মা বলেছেন "একটি সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development, M. M. Verma, P.14)

১.৪ আবার ফ্রেডেরিক এইচ, হারবিসন আরও জোর দিয়ে বলেছেন, "মূলধন, আয় এবং ভৌত সম্পদের কোনটাই একটা জাতির সম্পদ নয়। শুধুমাত্র মানব সম্পদই একটি জাতির আসল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়" (ঐ, পৃ: ১৯২)।

২. মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায়

২.১ দেশের আপামর জনসাধারণকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য নিম্নলিখিত

* সিনিয়র এ্যাসাইনমেন্ট অফিসার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

পদক্ষেপসমূহ নেয়া প্রয়োজন ঃ

ক) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ঃ দেশের সকল অনুর্ধ্ব ১০ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়ের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিখ্যাত আরবী প্রবাদে আছে, "একজন পুরুষকে শিক্ষিত করা হলে শুধুমাত্র একজন লোককেই শিক্ষিত করা হয়। একজন মহিলাকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা হয়। তারপরেও আমরা ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে হেরফের করে থাকি। সকল ক্ষেত্রে ছেলেদেরকে সব সময়ই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এতে দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

খ) বয়স্ক নিরক্ষরতা ঃ আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার মাত্র ৩৪% ভাগ। দেশে বয়স্ক পুরুষদের চেয়ে বয়স্ক মহিলাদের নিরক্ষরতার হার বেশি। এটা যে কোন ভাবেই কমিয়ে আনতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে বয়স্ক মহিলাদের নিরক্ষরতার হার কিছুতেই যেন বয়স্ক পুরুষদের চেয়ে বেশি না হয়।

গ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ নানা কারণে আমাদের দেশের লোকজন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। অনেক জায়গায় কোন ডাক্তার নেই, অর্থাভাবে অনেকেই ডাক্তার দেখাতে পারেন না। যোগাযোগ ব্যবস্থার দূর্গমতার কারণে অনেক রোগীই হাসপাতালে পৌছতে পারেন না। দেশের সকল লোকের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশেষ করে শিশুদের মারাত্মক ৬ টি রোগের জন্য প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) অপুষ্টি ঃ অপুষ্টি আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা। এ অপুষ্টির কারণে একটি মানব শিশুর মস্তিষ্ক পরিপূর্ণভাবে গঠিত হতে পারে না। এ অপুষ্টির কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে সমাজের বোঝা হিসেবে দেখা দেয়। এই অপুষ্টি দূর করতে হবে।

ঙ) পরিবার পরিকল্পনা ঃ জনসংখ্যাকে আমাদের দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বে এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহে পরিবার পরিকল্পনার উপর কার্যকর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম দেশের সর্বত্র প্রসারিত করতে হবে এবং সক্ষম ও ইচ্ছুক দম্পতিদের সকলেই যাতে এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

চ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ঃ আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে ঃ 'জন্মসূত্রেই আমরা পেটের রোগ পেয়ে থাকি'। মূলত আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই পেটের পীড়ায় ভুগে থাকে। এর অন্যতম কারণ বিশুদ্ধ পানির অভাব। তাছাড়া অভ্যাসের কারণে আমরা অনেকেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করি না। এতে নানা রোগ ছড়ায়। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ

নিশ্চিত করতে হবে এবং শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলেই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারের প্রসার ঘটাতে হবে।

ছ) সবার জন্য ঋণ সুবিধা ঃ আমাদের দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১% ভাগ সরকারী চাকরি করে থাকে। সঙ্গত কারণেই সকলকে সরকারী চাকরি দেয়া সম্ভব নয়। এবং এই সকল লোকের জন্য কর্মসংস্থান তথা আত্মকর্ম-সংস্থানের জন্য ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই ঋণ যাতে সহজ শর্তে এবং দেশের সর্বত্র পাওয়া যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ যদি শুধু কথায়ই বলা হয়, সবাইকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং তার জন্য কোন সাহায্য না করা হয় তাহলে সেটা কাজের কাজ হবে না।

২.২ মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) নিম্নরূপ চার্টার ঘোষণা করেছে ঃ

২.৩ A World social charter

WE THE PEOPLE OF THE WORLD SOLEMNLY PLEDGE to build a new global civil society, based on the principles of equality of opportunty, rule of law, global democratic governance and new partnership among all nations and all people (UNDP P.6)

২.৪ উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা বলতে পারি যে, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে একটি সিভিল সমাজ গঠন করতে হবে, এবং সে সমাজের ভিত্তি হবে সুযোগের সমতার নীতি, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক সরকার এবং সমাজের সকল লোকের মধ্যে একটি নতুন অংশীদারিত্ব।

৩.০ মানব সম্পদ-এর বর্তমান অবস্থা

৩.১ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশ উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি লাভ করে। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী বাংলাদেশের অনেক কল-কারখানা নষ্ট করে ফেলে, অনেক কলকারখানার দামী যন্ত্রাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। অবাঙালী শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশ ত্যাগ করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক সঙ্কট দেখা দেয়। তাছাড়া ১৯৭৪ সালে খনিজ তেলের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে তার মারাত্মক প্রভাব পড়ে। সরকার তার সীমিত সম্পদ ও লোকবল নিয়ে সমস্যা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়। তারপর গত ২১ বছরে দেশে মাত্র ৬ বছরের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দেশ শাসন করে।

৩.২ শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি কখনই বড় হতে পারে নি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাঞ্জাবীদের বিরূদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে, পাকিস্তানের উভয় অংশে শিক্ষার জন্য সমান বরাদ্ধ দেয়া হয় নি। যদিও গত ২৫ বছরে শিক্ষাখাতে ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

সারণী-১

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু তথ্য

	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
প্রাথমিক বিদ্যালয় (সংখ্যা)	৪৯৯৬৪	৪৯৯৪২	৯৫৮৮৬
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সংখ্যা)	৯৮৯২	১১০৯৫	–
মাদ্রাসা (সংখ্যা)	৬২০৫	৬১৭৯	৬১৭২
মহাবিদ্যালয়, সাধারণ (সংখ্যা)	১০৪৬	৯৮৯	–
সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (সংখ্যা)	১৩	১৩	১৩
বেসরকারী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (সংখ্যা)	৪	৪	৪
ডেন্টাল কলেজ (সংখ্যা)	১	১	১
প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় (সংখ্যা)	৪	৪	৪
বিশ্ববিদ্যালয়	১১	১১	১১
বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (সংখ্যা)	৬	৬	৬
% হিসেবে অংশ গ্রহণের হার	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
প্রাথমিক (৫-৯ বৎসর)	৯৭.৫	৭৫.০	৯৫.০
মাধ্যমিক (১০-১৪ বৎসর)	৩০.৩	৩২.১	–
উচ্চ শিক্ষা (১৫-২৪ বৎসর)	৬.৯	৬.৭	৬.০
বিশ্ববিদ্যালয় সার্বক্ষণিক ছাত্র			
সর্বমোট	৫২৭২২	৬৩০০৬	১১৭৩৫৯
পুরুষ	৪০৬৮৩	৪৮৩৮১	৮৯৭৯৯
মহিলা	১২০৩৯	১৪৬২৫	২৭৫৬০
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
প্রাথমিক	৬৬	৬৩	৫৪
মাধ্যমিক	৩৪	৩৩	–
মহাবিদ্যালয়	৩৪	৩৮	–
বিশ্ববিদ্যালয়	১৬	১৭	৩২
শিক্ষার জন্য ছাত্র প্রতি খরচ (টাকায়)	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
প্রাথমিক	৪৯৩	৫৬৭	৪৭৫
মাধ্যমিক	১০৩৩	১৬৩৮	–
কলেজ	১০১৪	১১৪৬	–
বিশ্ববিদ্যালয়	২২২০৫	২২৯৫৮	১১৫০৩
শিক্ষার জন্য সরকারি রাজস্ব খরচ (কোটি)	১৩৬০	১৩৭৪	১৮২৪
শিক্ষার জন্য সরকারী উন্নয়ন খরচ	২৪৬	৫৯৩	৮৯২
শিক্ষার জন্য খরচ (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	১৬০৬	২২৬৭	২৭১৬
জনপ্রতি শিক্ষার জন্য সরকারি খরচ	১৪৪	২০০	২৩৫

সূত্র ঃ Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.

৩.৩ উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সালে ৫৪ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬৬। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩ সালে ১৭জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৩২০ এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সালে উপজেলা প্রশাসন সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করে। কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে, অধিকাংশ নিয়োগের ক্ষেত্রেই যোগ্যতা বিচার্য বিষয় ছিল না। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সঙ্গে আত্মীয়তা ও রাজনৈতিক আনুগত্যই নিয়োগের প্রধান মাপকাঠি ছিল। এই অনিয়মের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে বলে অনেকে মনে করেন।

৩.৪ ১৯৯৩ সালে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য ৫৬৭ টাকা ব্যয় হত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই ব্যয় ছিল ২২৯৫৮ টাকা। এতে সমাজের সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্য ক্রমাগত বৈষম্য বাড়তে থাকে। কারণ উচ্চ শিক্ষা সুবিধাভোগী সমাজের ছেলে-মেয়েরা অধিক হারে গ্রহণ করে থাকে।

সারণী-২

পেশাভিত্তিক কলেজ এবং ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা

	১৯৯২-৯৩			১৯৯৩-৯৪		
প্রতিষ্ঠান	কলেজ	ছাত্র	শিক্ষক	কলেজ	ছাত্র	শিক্ষক
মেডিকেল	১৭	৯৯৩৯	১১৫২	১৭	৮৫২২	১০৫৪
ডেন্টাল	১	৩৩০	৪৯	১	৪১০	৫১
প্রকৌশল	৪	২৯১৭	২২৪	৪	২৮৯৩	২৩৯
পলিটেকনিক	১৮	১০৩৫৭	৮৮৪	২০	১০৫৬৫	৮৮৪
আইন	৩২	১৩৫৩৪	২৮৩	৩২	১৫০৮৭	২৯৫
কৃষি	৩	১১০১	১২৮	৩	১১১৫	১২৮
চারু ও কারুকলা	১	৬২২	৩৮	১	৭৫০	৩৮
গার্হস্থ অর্থনীতি	১	৩৫০০	৪৮	১	৩৫০০	৪৮
সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা	১	৬২৫	১৬	১	৬৬১	১৫

বিঃ দ্রঃ ১৭টির মধ্যে ১৩টি সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

সূত্র ঃ (১) ব্যানবেইস (২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, অর্থ মন্ত্রণালয় (৩) চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যলয়ের (৪) গার্হস্থ অর্থনীতি মহাবিদ্যালয় ও সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষগণ।

সূত্র ঃ Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.

৩.৬ পেশাভিত্তিক মহাবিদ্যালয় যেমন চিকিৎসা, প্রকৌশল ও পলিটেকনিকেলের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ দেশের চাহিদা ছাড়াও বিদেশে বিশেষ করে তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের আরও কারিগরী দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের প্রয়োজন। এই সকল দক্ষ লোক বিদেশ থেকে আমাদের দেশের জন্য,

বহু প্রত্যাশিত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারেন, যা পরে আমাদের দেশে বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপনে সহায়ক হতে পারে।

৩.৭ শিক্ষক প্রশিক্ষণ

কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপায় হল দেশের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সরবরাহ নিশ্চিত করা। ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষকের বিশেষ অভাব দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে।

সারণী-৩

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ইনষ্টিটিউট ও ছাত্র সংখ্যা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (মাধ্যমিক) ছাত্র/ছাত্রী					প্রাইমারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পিটিআই) ছাত্র/ছাত্রী			
সাল	কলেজ	পুরুষ	মহিলা	মোট	প্রতিষ্ঠান	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৮৫-৮৬	১০	২৫৫০	৯৫০	৩৫০০	৫১	৬৪৫৩	১৮৫০	৮৩০৩
১৯৮৬-৮৭	১০	২৬১৫	১০০৯	৩৬২৪	৫১	৪৬৭৫	৩৭২৫	৮৪০০
১৯৮৭-৮৮	১০	২৫৮৪	১০৪০	৩৬২৪	৫৩	৩২৮৬	৪৪৩৯	৭৭২৫
১৯৮৯-৯০	১০	২৪৪৪	১৩৪২	৩৭৮৬	৫৩	৩১৪৪	২৪১৭	৫৫৬১
১৯৯০-৯১	১০	২৪৪৪	১৩৪২	৩৭৮৬	৫৪	-	-	৫০১০
১৯৯২-৯৩	১০	২৯৮৩	১৪৬৯	৪৪৫২	৫৪	২৬৬২	২৩৪৮	৫০১০
১৯৯৩-৯৪	১০	৩২৭১	১৪৫৮	৪৭২৯	৫৪	১৫৯৫	১৭০০	৩২৯৫

সূত্র ঃ ব্যানবেইস ২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, অর্থ মন্ত্রণালয়, Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.

৩.৯ উল্লখিত সারণী থেকে দেখা যায় যে গত দশ বছরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯৯৬৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪সালে ৯৫৮৮৬ তে দাঁড়িয়েছে। গত দশ বছরে পিটিআই-এর সংখ্যা মাত্র ৩টি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই অপ্রতুল।

৩.১০ মাদ্রাসা শিক্ষা

বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার কিছু বিষয় যেমন বাংলা, ইংরেজী ও বিজ্ঞান বিষয়ক কোন কোন বিষয় সংযোজন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার হাজার

হাজার এবতেদায়ি মাদ্রাসার মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসরণ করে প্রতি ইউনিয়ন থেকে একটি করে মাদ্রাসা নির্বাচন করার প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচিত এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকগণ মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা পাবেন।

সারণী-৪

ছাত্র শিক্ষকসহ মাদ্রাসার সংখ্যা

মাদ্রাসার ধরন	১৯৯০-৯১ (মাদ্রাসার সংখ্যা)	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩
দাখিল	৪৩৩৩	৪৪৬৬	৪৩৮৮
আলিম	৭৮৮	৮২১	৮২৭
ফাজিল	৮০৭	৮২২	৮৫৮
কামিল	৯৪	৯৬	৯৬
মোট	৬০২২	৬২০৫	৬১৭৯
	শিক্ষকের সংখ্যা		
দাখিল	৫৬৯২৯	৫৮০৫৮	৫৭০৪৪
আলিম	১৬৫৪৮	১৭২৪১	১৬৫৪০
ফাজিল	২২৫৯৬	১৭২৬২	১৭১৬০
কামিল	৩১০২	২৪০০	২২৬৩
মোট	৯৯১৭৫	৯৪৯৬১	৯৩০০৭
	ছাত্র সংখ্যা (হাজার)		
দাখিল	১০৮৩	১১১৭	১০৯৭
আলিম	২৩৬	২৪৬	২৪৮
ফাজিল	৩২৩	৩২৯	৩৪৩
কামিল	৪২	৪৩	৪৩
মোট	১৬৮৪	১৭৩৫	১৭৩১

সূত্র ঃ (১) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, অর্থ মন্ত্রণালয় (২) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (৩) বিবিএস, ১৯৯৬ (পৃঃ ৩০৩)

৪.০ বয়স্ক শিক্ষা

বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র শতকরা ৩৭ ভাগ। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাধারণ শিক্ষার হার বাড়াতে হবে এবং বয়স্ক নিরক্ষতার হার কমাতে হবে। বয়স্ক নিরক্ষরতা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়েছে এবং দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৫.০ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

৫.১ একটি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। গত কয়েক বছরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ৬টি মারাত্মক রোগের জন্য শিশুদের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচি বেশ সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়েছে।

সারণী-৫

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য

	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
হাসপাতালের সংখ্যা	৮৯০	৮৯০	৯০৬	৯১৯
সরকারি হাসপাতাল	৬১০	৬১০	৬১১	৬৩৯
বেসরকারি হাসপাতাল	২৮০	২৮০	২৯২	২৮০
সরকারি ডিসপেন্সারী	১৩১৮	১৩৬২	১৩৯৭	১৩৯৭
মোট হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা	৩৪৩৩৫৩	৩৪৩৩৫৩	৩৫২৮০	৩৫৭৯৫
সরকারি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীতে শয্যা সংখ্যা	২৭১১১	২৭১১১	২৭৬৩৭	২৮৫৫৩
বেসরকারি হাসপাতাল	৭২৪৩	৭২৪২	৭৬৪৩	৭২৪২
শয্যা প্রতি লোকের সংখ্যা	৩১৮৯	৩২৪৩	৩২০৮	৩২৮৮
রেজিষ্ট্রিভুক্ত ডাক্তার	২০৩৭১	২১০০৪	২২৪০০	২৪৯১১
ডাক্তার প্রতি লোকের সংখ্যা	৫৩৮০	৫৩০৪	৫০৫৪	৪৭২৫
রেজিষ্ট্রিভুক্ত নার্সের সংখ্যা	৯৬৫৫	১০৬০৭	৯৪৫৫	৯৬৩০
রেজিষ্ট্রিভুক্ত দাই-এর সংখ্যা	৭৭১৩	৯৩৬৩	১০১০৪	৭৭১৩
যক্ষা ক্লিনিক	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	৯৬	৯৬	৯৬	৯৬
স্বাস্থ্য কর্মী	৮১৭৪৪	৮১৭৪৪	৭৭২০৯	৭৫৫৬৭
সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	৮	১৩	১৩	১৩
হোমিওপ্যাথিক কলেজ	২২	২২	২১	২১
ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান	১৯৮	২০৭	২০৮	২০৮
হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান	৫৮	৬৫	৬৬	৬৯
ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান	৪০৫	৩৯০	৪৩২	৪১১
গড় আয়ু পুরুষ ও মহিলা (মোট)	৫৬	৫৬	৫৮	৫৮
পুরুষ	৫৭	৫৭	৫৮	৫৮
মহিলা	৫৬	৫৬	৫৮	৫৮
জন্মহার	৩১.৬	৩০.৮	২৮.৮	২৮.৮
মৃত্যুহার	১১.২	১১.০০	১০.০	৯.০
শিশু মৃত্যুহার পুরুষ ও মহিলা	৯২	৮৮	৮৪	৭৭
স্বাস্থ্য ও পরিঃ পরিকল্পনার উপর সরকারি ব্যয় (কোটি)	৬৯৮	৬৮৫	১১২৮	১৩২৯
স্বাস্থ্য ও পরিবার পকিল্পনার খাতে জনপ্রতি সরকারি ব্যয় (টাকা)	৬২	৬১	১০৭	১১৫

সূত্রঃ Statistical pocktbook 95, P.310

উল্লিখিত সারণী থেকে দেয়া যায় যে, বাংলাদেশে ৪৭২৫ জন লোকের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার এবং সারা দেশের জন্য রেজিষ্ট্রার্ড নার্সের সংখ্যা মাত্র ৯৬৩০জন। এই দুটো সংখ্যাই প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তবে একটা ভাল দিক হল এই যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে ১৯৯১ সালে বরাদ্দকৃত ৬৯৮ কোটি টাকা থেকে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে ১৯৯৪ সালে ১৩২৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর পরিমাণ ১৯৯৬-৯৭ সালে বাড়িয়ে ১৬২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।

৫.২ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার ২৫ বছরের মধ্যেও আমরা কোন স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। এর জন্য আমরা সকলেই দায়ী। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন বলে সবাই প্রত্যাশা করেন।

৫.৩ পরিবার পরিকল্পনার কিছুটা অগ্রগতি হলেও তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিয়ে বাংলাদেশের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

সারণী-৬

সরকারি কর্মসূচির অধীনে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম।

বৎসর	ক্লিনিকাল (সংখ্যা)*	কনডম	নন-ক্লিনিকাল ওরাল পিল (০০০ সাইকল)	এমকো (ভাইয়ালস)
১৯৮৮-৮৯	১২৪২০০০	১৫৪১২	২৪৬২৩	৮০০০
১৯৮৯-৯০	১৯৪১০০০	১৬৫০০	৩৪৩৪৫	৪০৩৩
১৯৯০-৯১	২৪১৯০০	১২২০০	৪৬৭৮৪	৪৭২৫
১৯৯১-৯২	২৭৬৯৬৭৩	১৩২৯২	৪৫৬৩২	২১৬৬
১৯৯২-৯৩	২৯২১২৯৬	১৮৬৮৬	৬৩৯১৮	৭৬৫
১৯৯৩-৯৪**	১৪৫৯৫০৫	৬৭১৫	২৭৮৯৮	৬৫৩

* আইইউডি, ভেসেকটমি, টিউবেকটমি, ইনজেকশন, এম, আর, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

** সাময়িকী

সূত্র ঃ- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। বিবিএস, ১৯৯৬ (পৃঃ ৩১১)।

৫.৪ অপুষ্টির কারণে আমাদের দেশের শিশুরা নানা রোগে ভুগে থাকে। তাছাড়া ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা দান কর্মসুচি বিদেশী সাহায্য সংস্থার আর্থিক অনুদানে চালু

করা হয়েছে। এতে দেশে শিশু মৃত্যুর হার কমে আসছে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি প্রায়ই প্রচার করা হয়ে থাকে।

সারণী-৭

২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য টিকাদান কর্মসূচি (শতকরা হারে)

টীকা	দাগ	গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল		
		মোট	মেয়ে	ছেলে	মোট	মেয়ে	ছেলে
ডিপিটি এবং পোলিও	১ম দাগ	৮১.৮	৮০.০	৮৩.৪	৮৬.৭	৮৫.৫	৮৭.৫
	২য় দাগ	৭৬.২	৭৫.২	৭৭.২	৮৮.৮	৮৫.৯	৯১.২
	৩য় দাগ	৭৩.৯	৭৩.০	৭৪.৪	৮১.৪	৭৮.৭	৮৩.৭
হাম		৭২.৩	৭৩.২	৭৩.২	৭৬.৫	৭৩.৯	৭৮.৭
বিসিজি		৬৯.১	৬৮.৯	৭৩.৬	৭৬.৭	৭৫.০	৭৮.১
ধনুষ্টংকার (গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী মাতা)	১ম দাগ	৭১.৮	৭৩.০	৭০.৭	৭৪.৫	৭৬.৩	৭৩.৩
	২য় দাগ	৫৩.৩	৫৪.৮	৫১.৮	৬২.৬	৬২.১	৬৩.৩

সূত্রঃ- স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ, মে, ১৯৯৪। (বিবিএস পৃঃ ৩১৩)।

৫.৫ উল্লিখিত সারণী থেকে দেখা যায় যে, টিকা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার সব সময়ই কম। শুধুমাত্র ধনুষ্টংকার এর ক্ষেত্রে মেয়েদের হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। আর একটা বিষয় বেশ খেয়াল করার মত; গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী মায়েদের ক্ষেত্রে ধনুষ্টংকার-এর দ্বিতীয় দাগ গ্রহণ করার মাত্রা বেশ কম। গ্রামাঞ্চলে এর মাত্রা ৫৩.৩% ভাগ এবং শহরাঞ্চলে মাত্র ৬২.৬ ভাগ।

৬.০ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের অধিকাংশই রোগই হয়ে থাকে দুষিত পানির কারণে এবং অস্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করার জন্য। বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ জনসাধারণ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে থাকে। এ অবস্থার উন্নয়ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৭.০ ঋণদান কর্মসূচি

সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক ঋণদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট ছোট আয় উৎপাদক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা দিয়ে আসছে। ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংক এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে এ ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান

ও খ্যাতি অর্জনে সহায়তা করেছে। পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও পল্লী উন্নয়ন বোর্ড তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের প্রচুর অবকাশ রয়েছে।

৮.০ জনশক্তি, শ্রমশক্তি ও কর্ম সংস্থান

৮.১ বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিখাত থেকে জিডিপির শতকরা ৪৬ ভাগ আয় হয়। দেশের ৯০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং দেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং সঙ্গত কারণেই অপুষ্টি, উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার ও অনুৎপাদনশীলতায় ভোগে। লোক সংখ্যার ক্রমবর্ধমান আধিক্যের কারণে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে এবং এ সকল ভূমিহীন লোকজন শ্রম বাজারে একটি অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করছে। কারণ শ্রম বাজার যা ইতোমধ্যেই ভীড়াক্রান্ত এ সকল অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে গ্রহণ করতে পারছে না। বাংলাদেশে শিল্প খাতে বৃদ্ধির গতি শ্লথ এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে আগত এই বাড়তি শ্রম শক্তি দেশে বেকারত্ব এবং আধা-বেকারত্বের সৃষ্টি করছে।

৮.২ বাংলাদেশে গ্যাস এবং পাথর ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ থেকে সাধারণত কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া মাছ এবং তৈরি পোষাক রপ্তানী করা হয়ে থাকে। এছাড়া দক্ষ জনশক্তিও বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকে। (হক, ১৯৯৪ পৃঃ ২৯)

সারণী-৮

জনসংখা বৃদ্ধির হার

অঞ্চল	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
জাতীয়	২.১৬	২.১৫	২.০৬	১.৯৮	১.৮৮	১.৮৮
শহরাঞ্চল	১.৭১	১.৬৭	১.৬০	১.৫৮	১.৪৯	১.৩৮
গ্রামাঞ্চল	২.২৪	২.২৩	২.১৮	২.০৫	১.৯৫	১.৯৮

সূত্র ঃ Statistical pocketbook of Bangladesh 95 (p.125)

৮.৩ উল্লিখিত সারণী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় ৯০% লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে।

সারণী-৯

প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার (১০০০ জীবন্ত শিশুর জন্য)

বৎসর	জাতীয়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
১৯৮৮	৫.৭	৬.০	৫.৬
১৯৮৯	৫.১	৫.৮	৪.৬
১৯৯০	৪.৮	৫.০	৪.৩
১৯৯১	৪.৭	৪.৮	৪.০
১৯৯২	৪.৭	৪.৮	৪.০
১৯৯৩	৪.৫	৪.৭	৩.১
১৯৯৪	৪.৫	৪.৬	৩.৯

সূত্র ঃ Statistaical pocketbook of Bangladesh 95 (p.125).

৮.৪ শ্রমশক্তি ও কর্ম সংস্থান

আমাদের দেশের শ্রমশক্তির এক বিপুল অংশ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। এ ছাড়া শ্রমশক্তির অনেকাংশই আধা-বেকারত্বে ভুগে থাকে। গ্রামাঞ্চলে যারা কৃষির সঙ্গে জড়িত থাকে তারা সংবৎসর কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া মহিলারা যে কাজ করে তার কোন অর্থনৈতিক মূল্যায়ন আমাদের দেশে এখনও করা হয় না। অবিবাহিত মেয়েরা সাংসারিক কাজে মায়েদের সাহায্য করে থাকে, বাড়ীর বৃদ্ধদের সেবা করে এবং ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করে। উপরন্তু তারা হাঁস-মুরগি পালন করে, বাড়ির উঠানে শাক-সব্জির বাগান করে, দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে দূরের মাঠে কর্মরত পিতা ও ভাইদের খাবার নিয়ে যায়। ফসল কাটার সময় গ্রামের নারীরা পুরুষদের সাহায্য করে থাকে। এসব কর্মকান্ডকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে প্রচলিত ঐতিহ্য হিসেবে দেখা হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কান্ডে নারীদের অবদান স্বাভাবিকভাবে খাটো করে দেখা হয়।

সারণী-১০
শ্রম ও জনশক্তি সম্পর্কিত তথ্যাবলী

বৈশিষ্ট্য		শ্রমশক্তি ১৯৮৫-৮৬	শ্রমশক্তি ১৯৮৯	শ্রমশক্তি ১৯৯০-৯১
১। মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)				
	পুরুষ	২৭.৭	২৯.৭	৩১.১
	মহিলা	৩.২	২১.০	২০.১
	মোট	৩০.৯	৫০.৭	৫১.২
২। সক্রিয় বেসামরিক শ্রমশক্তি (কর্মরত, মিলিয়ন)				
	পুরুষ	২৭.৪	২৯.৪	৩০.৫
	নারী	৩.১	২০.৭	১৯.৭
	মোট	৩০.৫	৫০.১	৫০.২
৩। বেকার জনসংখ্যা (মিলিয়ন)		০.৩	০.৪	০.৬
	পুরুষ	০.১	০.২	
	নারী			
	মোট	০.৪	০.৬	১.০
৪। বেসামরিক শ্রমশক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় (মিলিয়ন)				
	গৃহিণী	২৪.০	১৮.২	৯.৬
	অন্যভাবে নিষ্ক্রিয়	১৪.৪	১.৯	১২.৮
	শিশু (০-৯ বছর)	৩১.৪	৩৭.৩	৩৫.৫
৫। বেকারত্বের হার (আধা-বেকারত্ব ব্যতীত)				
	পুরুষ	০.৮	১.৩	২.০
	নারী	৩.৩	১.০	১.৯
	মোট	১.০	১.২	১.৯
৬। শিশু শ্রমশক্তি (৫-১৪ বছর)				
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	২.৮	৬.১	৫.৪
	মোট শ্রমশক্তি % হার	৯.১	১২.২	১১.৩
৭। যুব শ্রমশক্তি (১৫-২৯ বছর)				
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	১২.০	১৯.১	১৯.৮
	মোট শ্রমশক্তির % হার	৩৮.৮	৩৭.৭	৩৮.৭
৮। নারী শ্রমশক্তি সংখ্যা (মিলিয়ন)		৩.২	২১.০	২০.১
	মোট শ্রম শক্তির % হার	১০.৪	৪১.৪	৩৯.৩
৯। মূল খাত-ওয়ারী কর্মসংস্থান				
	কৃষি			
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	১৭.৫	৩৭.০	৩৪.৪
মোট শ্রমশক্তির % হার	৫৭.২	৭৩.৮	৬৮.৫	
	অকৃষি			
	সংখ্যা (মিলিয়ন)	১৩.১	১৩.২১	১৫.৮
	মোট শ্রমশক্তির % হার	৪২.৮	২৬.২	৩১.৫

সূত্র ঃ Statistical Pocketbook of Bangladesh 95 (p.137).

৮.৫ ১৯৮৯ সালের জরিপে দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মহিলারা যে ক্ষেতে কৃষি কাজ করে, ফসল কাটে, মাড়াই করে, গোলাজাত করে, শাক-সব্জীর চাষ ইত্যাদি করে- এসকল কর্মকান্ডকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য করার ফলে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারী শ্রমশক্তির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে।

সারণী-১১

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে জনসংখ্যা

অর্থনৈতিক বিভাজন	১৯৮৫-৮৬			১৯৮৯ (শ্রমশক্তি)			১৯৯০-৯১(শ্রমশক্তি)		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
					জাতীয়				
বেসামরিক শ্রমশক্তি	৩০.৯	২৭.৭	৩.২	৫০.৭	২৯.৭	২১.০	৫১.২	৩১.১	২০.৯
ক) কর্মরত	৩০.৬	২৭.৫	৩.১	৫০.১	২৯.৪	২০.৭	৫০.২	৩০.৫	১৯.৭
খ) বেকার	০.৪	০.৩	০.১	০.৬	০.৪	০.২	১.০	০.৬	০.৪
বেসামরিক শ্রঃ মধ্যে	৭০.৭	২৩.৯	৪৬.৬	৫৭.৪	-	-	৫৭.৯	২৬.০	৩১.৯
ক) গৃহিনী /খাবার কাজ	২৪.৯	-	২৪.৯	২০.১	-	-	৯.৬	০.১	৯.৫
ক) নিষ্ক্রিয়	৪৫.৮	২৩.৯	২১.৯	৩৭.৩	-	-	৪৮.৩	২৫.৯	২২.৪
					শহরাঞ্চল				
বেসামরিক শ্রমশক্তি	৪.৬	৪.০	০.৬	৫.৭	৪.২	১.৫	৮.৭	৬.৬	২.১
ক) কর্মরত	৪.৬	৪.০	০.৬	৫.৫	৪.১	১.৪	৮.৪	৬.৫	১.৯
খ) বেকার	০.১	-	-	০.২	-	-	০.২	০.১	০.৯
বেসামরিক শ্রমশক্তি ভুক্ত নয়	৯.০	৩.৩	৫.৭	১০.৫	৪.১	৬.৪	১৩.৪	৫.৪	৭.৯
ক) গৃহিনী/খাবার কাজ	২.৫	-	২.৫	-	-	-	৩.২	৬.১	৩.৯
খ) নিষ্ক্রিয়	৬.৫	৩.৩	৩.২	৪.৯	২.৫	২.৪	১০.২	৫.৪	৪.৮
					গ্রামাঞ্চল				
বেসামরিক শ্রমশক্তি	২৬.৩	২৩.৭	২.৬	৪৫.১৪	২০.৬	১৯.৫	৪২.৫	২০.০	১৮.০
ক) কর্মরত	২৫.৯	২৩.৪	২.৫	৪৪.৬	২৫.৩	১৯.৩	৪১.৭	১৩.১	১৭.৭
খ) বেকার	০০.৩	০০.২	০.১	০.৪	-	-	০৮৮	০.৫	০.৩
বেসামরিক শ্রমশক্তি ভুক্ত নয়	৬১.৪	২০.৪	৪১.০	৪৬.৮	২১.৭	২৫.১	৪৪.৫	২০.৫	২৪.০
ক) গৃহিনী খানার কাজ	২২.৪	-	২২.৪	-	-	-	৬.৫	০.১	৬.৪
খ) নিষ্ক্রিয়	৩৯.০	২০.৪	১৮.৬	১৪.৪	৫.১	৯.৩	২৮.০	২০.৪	১৭.৩

সূত্র ঃ Statistical Poektlbook of Bagnladesh 95, 139

৮.৬ উল্লিখিত সারণী থেকে দেখা যায় যে ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে বেসামরিক শ্রমশক্তির মধ্যে শহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা ০.২ মিলিয়ন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যাই হল ০.৮ মিলিয়ন।

৮.৭ বাংলাদেশ নারী-পুরুষের পেশার মধ্যেও একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লাভজনক, আরামদায়ক ও প্রশাসনিক পদে পুরুষদের সংখ্যা মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি। আবার কৃষি, বন ও মৎস্য ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি। ১২ নম্বর সারণী থেকে তা লক্ষ্য করা যায়।

সারণী-১২

লিঙ্গ ও পেশা অনুসারে ১০ বৎসরের অধিক লোকসংখ্যার শতকরা বিভাজন

পুরুষ ও মহিলা		কর্মরত পুরুষ শ্রমশক্তি		কর্মরত মহিলা শ্রমশক্তি		
প্রধান পেশা মোট	মোট লোক সংখ্যার % ভাগ	কর্মরত শ্রমশক্তির % ভাগ	মোট সংখ্যার %ভাগ	কর্মরত শ্রমশক্তির % ভাগ	মোট সংখ্যার %ভাগ	কর্মরত শ্রমশক্তির % ভাগ
পেশাভিত্তিক	৪৬.০	১০০	৫৩.৪	১০০	৩৭.৯	১০০
কারিগরি	১.৩	২.৯	২.০	৩.৭	০.৬	১.৭
প্রশাসনিক						
ব্যবস্থাপনা	০.২	০.৪	০.৩	০.৬	০.১	০.১
করণিক	১.০	২.২	১.৮	৩.৪	০.১	০.৩
বিক্রয়	৩.৭	৮	৬.৮	১২.০	০.২	০.৬
সেবা	১.৫	৩.৩	১.৬	২.৯	১.৫	৪.০
কৃষি, বন ও						
মৎস্য	৩১.৫	৬৮.৫	২৯.৮	৫৫.৮	৩৩.৪	৮৮.১
উৎপাদন ও						
যোগাযোগ	৬.৪	১৩.৯	১০.৫	১৯.৪৭	১.৮	৫.০
অন্যান্য	০.৪	০.৮	০.৬	১.১	০.১	০.২

সূত্র ঃ- Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.140.

৮.৮ নারী-পুরুষের মধ্যে পেশাভিত্তিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৩ নম্বর সারণী থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পেশাভিত্তিক কর্মরত জনসংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়।

সারণী-১৩

১০ বৎসর-এর অধিক কর্মরত লোক সংখ্যার প্রধান পেশাভিত্তিক শতকরা হার; ১৯৯০-৯১

প্রধান পেশা	বাংলাদেশ	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০
পেশাভিত্তিক ও কারিগরি	২.৯	৫,৫	২.৪
প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা	০.৪	১.৫	০.১
করণিক	২.২	৭.৪	১.১
বিক্রয়	৮.০	১১.৯	৬.৪
সেবা	৩.৩	৮.৮	২.২
কৃষি, বন ও মৎস্য	৬৮.৫	২৭.৩	৭৬.৮
উৎপাদন ও যোগাযোগ	১৩.৯	৩২.৮	১০.১
অন্যান্য	০.৮	০.৮	০.৮

সূত্র ঃ- Statistical Pocketbook of Bangladesh 95, p.141

৮.৯ গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান এবং যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে।

৯.০ তৈরি পোষাক শিল্পে নারীদের অবদান

৯.১ অন্যান্য উন্নয়শীল দেশের মত বাংলাদেশের নারী শ্রমিকরা তৈরি পোষাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ১৯৮১-৮২ সালে এই খাতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মোট রপ্তানির ১.১% ভাগ। ১৯৯২-৯৩ সালে এর পরিমাণ হয় ৫২% ভাগ। তৈরি পোষাক শিল্পের শতকরা ৮৪ ভাগ কর্মী মহিলা।

সারণী-১৪

তৈরি পোষাক শিল্পের ক্রমাগত সমৃদ্ধি, ১৯৮২-৯৩

বৎসর	বিজিএমইএতেরেজিষ্ট্রিভুক্ত		মোট রপ্তানি	রপ্তানির পরিমাণ	মোট
	বৎসর	ইউনিট মোট	(মার্কিন ডলার, মিলিয়ন)	(মিলিয়ন)	রপ্তানির % ভাগ
১৯৮১-৮২	-	-	৭.০	০.১	১.১
১৯৮২-৮৩	২১	২১	১০.৮	০.২	১.৬
১৯৮২-৮৪	২৫	৪৬	৩২.০	০.৭	৩.৮
১৯৮৪-৮৫	১৩৪	১৮০	১১৬.০	২.৮	১২.৩
১৯৮৫-৮৬	৪০৭	৫৮৭	১৩১.০	৩.৬	১৬.০
১১৯৮৬-৮৭	১৪	৬০১	২৯৯.০	৮.০	২৭.৮
১৯৮৭-৮৮	৫৭	৬৫৮	৪৩৩.০	১২.৩	৩৫.২
১৯৮৮-৮৯	৫৪	৭১২	৪৭১.০	১৩.৭	৩৬.৬
১৯৮৯-৯০	২৫	৭৩৭	৬০৯.০	১৮.৭	৪০.০
১৯৯০-৯১	৪৩	৭৪০	৭৩৬.০	২৮.০	৪২.৮
১৯৯১-৯২	১৫৪	৯৩৪	১০৬০.০	৪০.৫	৫৩.৪
১৯৯২-৯৩	৪২০	১৩৫৭	১২৪০.৫	৪৬.২	৫২.০

সূত্র ঃ- The world Bank, 1995 (p.77)

৯.২ তৈরি পোষাক শিল্পের অধিকাংশ কর্মীই আসে গ্রামাঞ্চল থেকে এবং শহরে তাদের কর্মস্থলে নানা প্রতিকুল পরিবেশে কাজ করে তারা এই গত ১২ বছরে এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তাদের কিছু সমস্যা যেমন, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, বিবাহিতা মহিলাদের সন্তানের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার-এর প্রতি কার্যকর দৃষ্টি দেয়া হলে এ শিল্পের আরও প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে।

১০.০ প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, দেশে সিভিল সমাজ গঠন, সম্পদের সুষম বন্টন এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শহর ও গ্রামের মধ্যে নানা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে এবং দেশের সকল স্তরে নারী-পুরুষদের মধ্যে নানাবিধ বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। এশিয়ার সদ্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ (Newly Industriealised Countries, NICs) এর মত এই পন্থা অবলম্বন করেই সফলতা লাভ করতে হবে। তারপর আরও একটি বিষয় রয়েছে; আমাদের কালচারের বৈশিষ্ট্য হল, আমরা আত্ম-সমালোচনা না করে অন্যের সমালোচনা করি। এতে সমাজের কোন উপকার হয় না। আমি নিজেকে শোধরাতে পারি যদি আমি চেষ্টা করি। কিন্তু যেখানে উপদেশ ও সমালোচনার সরবরাহ সীমাহীন, সেখানে চাহিদা থাকে না বললেই চলে।

১০.২ আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র ভুটান ও নেপাল মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত কোন কোন বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে আছে। পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। ষাটের দশকের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা আমাদের মতই ছিল। এমনকি কোন কোন বিষয়ে সে দেশের অবস্থা আমাদের চেয়ে খারাপ ছিল। সেই দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু জিএনপির পরিমাণ ৬৩৫০ মার্কিন ডলার। তাদের জনসাধারণের গড় আয়ু ৭০.৪ বৎসর আর আমাদের মাত্র ৫২.২ বৎসর। এমনকি পাশের দেশ ভারতের শিক্ষার হার শতকরা ৫০ ভাগ এবং আমাদের মাত্র ৩৪ ভাগ। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহ যে কৌশলে তাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন করেছে বাংলাদেশের সে ব্যাপারে অনেক কিছুই শেখার আছে। এ সম্পর্কিত কথা অনেক হয়েছে, এবার কাজের সময়।

সারণী-১৫

মানব উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

দেশ	গড় আয়ু (বৎসর)	মোট লোক সংখ্যার শতকরা হিসেবে সুবিধা ভোগ করে স্বাস্থ্য সেবা,বিশুদ্ধ পানীয়	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (জনসংখ্যার % হিসেবে)		প্রাত্যহিক ক্যালরী সরবরাহ (প্রয়োজনের%)	বয়স্ক শিক্ষার হার	বিভিন্ন স্তরে ভর্তির অনুপাত % হিসেব (৬-২৩ বৎসর)	জিএনপি মার্কিন ডলার
	১৯৯২	১৯৮৫-৯১	১৯৮৮-৯১	১৯৮৮-৯১	১৯৮৮-৯০	১৯৯২	১৯৯০	
নেপাল	৫২.৭	-	২৪২	৮	১০৩	২৭	৪১	১৮০
ভূটান	৪৭.৮	৭০	৩১	৯	-	৪১	১১	১৯০
পাকিস্তান	৫৮.৩	৯০	৫৬	২৪	২০১	৩৬	২৪	৪০০
শ্রীলংকা	৭১.২	৯০	৭১	৬৩	৯৯	৮৯	৬৮	৫০০
ভারত	৫৯.৭	-	-	১৫	১০৫	৫০	৫০	৩৩০
বাংলাদেশ	৫২.২	৬০	-	৩২	৯৪	৩৭	৩২	২২০
দক্ষিণ কোরিয়া	৭০.৪	১০০	৯২	১০০	১২৩	৯৭	৭৪	৬৩৫০

সূত্র ঃ-Human Development Report 94, P.185

১০.৩ উল্লিখিত সারণী থেকে আমরা বাংলাদেশের অবস্থা সহজেই নির্ণয় করতে পারি। শ্রীলংকা একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। ২৫ বছর ধরে সেখানে গৃহযুদ্ধ চলছে এবং সর্বশেষ হিসেবে সে দেশের শিক্ষার হার প্রায় ১০০ ভাগ। সেখানে সরকারি কর্মকর্তারা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীদের সহায়তায় এই সাফল্য অর্জন করেছেন।

১১.০ উপসংহার ও সুপারিশ

সুজলা-সুফলা বাংলাদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর। এদেশে গ্যাস ও পাথর ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও মানব সম্পদের কোন অভাব নেই। এই মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমেই এ দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

ক) দেশের সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ৬টি মারাত্মক রোগ থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য টিকার

ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য অধিকহারে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং চিকিৎসকদের মধ্যে সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

গ) সক্ষম সকল দম্পতিদের জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সারাদেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই কার্যক্রমের আরও বিস্তার ঘটাতে হবে।

ঘ) জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবস্থা করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ঙ) মারাত্মক অপুষ্টির মাত্রা কমাতে হবে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

চ) বয়স্ক নিরক্ষরতার হার কমাতে হবে। বয়স্ক নারীদের নিরক্ষরতার হার কিছুতেই যেন পুরুষদের চেয়ে বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছ) সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ শিক্ষা বিশেষ করে কারিগরী শিক্ষায় মেয়েরা যাতে অধিকহারে শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা হোষ্টেল নির্মাণ করা যেতে পারে এবং অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।

জ) সকল কর্মক্ষম লোকের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একজন যুবক কর্মক্ষম ও যোগ্যতা থাকার পরেও যদি কাজ পেতে ব্যর্থ হন তাহলে তার মধ্যে হতাশা আসতে বাধ্য। এবং এই হতাশাই তাকে নানা অন্যায় কাজে টেনে নিয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে ছোট-খাটো ব্যবস্থা চালু করার জন্য সহজ শর্তে ঋণ-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল এবং এলাকাভিত্তিক বৈষম্য দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ) সারা বিশ্বে বর্তমানে চালু মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার করতে হবে।

ট) শ্রম বাজার-এর দিকে লক্ষ্য রেখে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা, অভিভাবক, ছাত্র শিক্ষকদের মতামত নিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

ঠ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক করতে হবে।

ড) জনপ্রশাসনসহ সকল সরকারি কর্মকান্ডে সুস্থ জবাবদিহিতা ও প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য সমাজের সকল স্তরে একটি দক্ষ কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা (Strong political will) একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ সরকারি-বেসরকারি কর্মীদের কার্যকর দক্ষতা এবং সমাজের সকল স্তরের সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. UNDP, 1994, *Human Development Report 1994*, Oxford University Press, Delhi P. 6, 13, 185.
2. The World Bank, 1995, *Bangladesh:From Stabilisation to growth*, Washington D. C. P.77.
3. Bangladesh Bureau of Statistics, 1996, *Statistical Pocketbook of Bangladesh* 95, Dhaka. pp 124, 125, 126, 137, 139, 140, 144, 303, 310, 311.
4. The World Bank, 1993, *Poverty Reduction : Handbook*, Washington, D. C.
5. Mathur, B. L (Ed), 1989, *Human Resources Development, Strategic Approaches and Experiences*, Arihant Publishers, Jaipur (India)
6. Nadler Neonard and Nadler, Zeace, 1989, *Developing Human Resources*, Gesey-Bas publishers, London.
7. Kohli, Uddesh and Sinha, Dharani, P (Ed) 1994, *Human Reseurces Development* Allied Publishers Ltd. New Delli.
8. UNDP, 1995, 1995 *Report on Human Development in Bangladesh*, Susoma Printing, Dhaka.
9. UNDP, 1993, *Human Development Report 1993*, Oxford University Press, London,.
10. Human Reseurces Development in South Asia (Ed) a1992, *The Much Taken For Granted Domain*, Asian and Pacific *Development* Centere, Kuala Lumpur.

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

- ✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ,প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।
- ✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত কিংবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
- ✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।
- ✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- ✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক, জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক, জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Coordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricultural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50